# বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রসার বনাম শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস


## পুলিন বিহারী চক্রবর্তী

*ডঃ পুলিন বিহারী চক্রবর্তী ১৯৫১ সালের ২রা অক্টোবর আসামে জন্ম। মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে মৃত্তিকা, জল, আবহাওয়া, পরিবেশ, কৃষি কারিগরি ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ ৩৪ বছর অধ্যাপনা ও গবেষণা। বিগত দুই দশকের অধিক সময়কাল ধরে বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষা ওসচেতনতা বিস্তারে এবং দেহ ও অঙ্গ প্রতিস্থাপন আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের অধীন এন্ সি এস্ টি সি এবং বিজ্ঞান প্রসারের বিভিন্ন কার্য্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মূখ্য ভূমিকা পালন। বর্তমানে এন সি এস টি সি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, ভারত সরকার-এর শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেসের ন্যাশনেল অ্যাকাডেমিক কমিটির সক্রিয় সদস্য।*


## সংক্ষিপ্তসার


বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ হ'ল সে'সব দেশের নাগরিকেরা বিজ্ঞান সচেতন – এ' সর্বজনস্বীকৃত। আর এ'হেন নাগরিক তৈরীর আতুর-ঘর হ'ল বিদ্যালয়; যেখানে শিশুর মনোবিকাশ ঘটে। বিদ্যালয়ের স্বাভাবিক পঠন-পাঠনের সাথে সাথে শিশুকাল থেকেই যদি বিজ্ঞান-সম্মত আচার-আচরণ শেখানো যায় এবং কোনও বিষয়ের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক শিশুকে তার নিজস্ব (মাতৃ ভাষা) ভাষায় অত্যন্ত সহজভাবে বিবৃত করা যায় তবে তা শিশুমনে নিবিষ্ট হয়; আর তা থেকেই যুক্তিবাদী, মননশীল, বিজ্ঞান সচেতন নাগরিক (বা প্রজন্ম) তৈরীর সম্ভাবনা দৃঢ় হয়। তা'ছাড়া শ্রেণীকক্ষের বাইরে প্রাকৃতিক পরিবেশে হাতে-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমেই শিশুমন অনুসন্ধিৎসুপ্রবণ হ'য়ে ওঠে যা' বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষা-শিক্ষন পদ্ধতি এমনই যা শিশুমনকে প্রভাবিত না করে, বরং নিরুৎসাহ করে। এর পিছনে নিহিত কারণগুলো যথোচিত প্রধান্য দিয়ে পর্য্যালোচনা যেমন বিশেষ জরুরী, তেমনই, আমাদের দেশের ভৌগলিক ও আর্থ-সামাজিক বিভিন্নতার নিরীখে, অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা নির্ণয় করাও ততোধিক জরুরী ।

শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস এমনই এক বিকল্প কার্য্যক্রম যা ভারত সরকারের অধীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ দ্বারা বিগত আড়াই দশক ধরে সারা ভারতে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ১০ থেকে ১৭ বছর বয়সী শিশুরা তাদের দলগতভাবে করা গবেষণামূলক প্রকল্প মাতৃভাষায় অত্যন্ত আনন্দের সাথে উপস্থাপনা করে । এ এমনই এক কার্য্যক্রম যাতে শুধু শিশুরা নয়, তাদের শিক্ষক, অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধব ও স্থানীয় অধিবাসীরা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিশুদের প্রকল্পের কাজের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়; ফলে বিজ্ঞানের ধ্যান-ধারণা প্রসারে সহায়ক হয়। আর যেহেতু অংশগ্রহণকারী শিশুরা কোনো স্থানীয় সমস্যা-নির্ভর গবেষণাভিত্তিক প্রকল্প করে, তাই শিক্ষার গোড়াতেই শিশুরা শিক্ষিত হয়ে ওঠে বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরনে ও যুক্তি-নির্ভর পর্য্যালোচনায়। এহেন চর্চা ক্রমে একজন বিজ্ঞান-সচেতন নাগরিকের জন্ম দেয়। তাই শুধু বিজ্ঞান- শিক্ষা নয়, বিজ্ঞান- চর্চা ও প্রসারের ক্ষেত্রেও এ'টা একটি ব্যতিক্রমী কার্য্যক্রম। বর্তমান নিবন্ধে মাতৃভাষায় (এ'ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা) বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রসারের নিরীখে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস-এর বিভিন্ন দিকে আলোকপাত ও আলোচনা করা হয়েছে।